দামুড়হুদায় রহিমকে আটক করে ইয়াবা মামলায় চালানের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের রহিমকে ‘ওসি ডাকছে’ বলে বাড়ি থেকে আটক করে ইয়াবা মামলায় আদালতে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে মামলার ভয় দেখিয়ে স্থানীয় এক যুবদল নেতার বিরুদ্ধে রহিমের পরিবারের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নেওয়া এবং আরও ১৫ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে।

গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সিহাবুল ইসলাম ও এসআই উত্তম কুমার জয়রামপুর মালিতাপাড়ার রহিত আলীর ছেলে রহিমকে আটক করেন। পরে গতকাল শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে ২৭ পিস ইয়াবা উদ্ধারের মামলায় তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা যায়, জয়রামপুর মালিতাপাড়ার অটোচালক রহিম অটো চালিয়ে বাড়িতে ফেরার পরপরই দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সিহাবুল ইসলাম ও এসআই উত্তম কুমার তাঁকে ‘ওসি স্যার ডাকছেন’ বলে থানায় নিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে বলেন, রহিম কোনো মাদকদ্রব্যের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁকে কেন আটক করা হচ্ছে এমন প্রশ্ন করলে পুলিশ জানায়, ওসি স্যার ডাকছেন, কী বলছেন শুনে চলে আসবেন।

পরিবারের দাবি, রহিমের কাছ থেকে কোনো মাদকদ্রব্য উদ্ধার না হলেও পরে তাঁকে ২৭ পিস ইয়াবা উদ্ধারের মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলার এফআইআর নম্বর ৩, তারিখ ৬ আগস্ট ২০২৬ এবং জিআর নম্বর ১৩৮ বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

রহিমের কাছ থেকে মাদকদ্রব্য উদ্ধার না হওয়ার দাবি এবং তাঁকে আটকের ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এর কয়েক দিন আগে একই এলাকার বিপ্লবকেও আটক করে ১৭ পিস ইয়াবা উদ্ধারের মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। বিপ্লবের পরিবারেরও অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে কোনো মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়নি।

পুলিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার না করেই মানুষকে আটক করে মামলায় চালান

দিচ্ছে এমন অভিযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন। এ ধরনের ঘটনা বন্ধে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা।

এদিকে রহিমের পরিবারের অভিযোগ, মামলার ভয় দেখিয়ে রহিমের মায়ের কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়েছেন স্থানীয় যুবদল নেতা ডাবলু। একই সঙ্গে আরও ১৫ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

রহিমের মা বলেন, “আমরা হাসিনা আমলে ব্যবসা করতাম। হাসিনা সরকার চলে যাওয়ার পর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমাদের ডেকে স্ট্যাম্পে লেখাপড়া করে সেই ব্যবসা ছেড়ে দিতে বলেন। আমরা ব্যবসা ছেড়ে দিই। গত শুক্রবার আমার ছেলে রহিম অটো চালিয়ে বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে থানার এসআই সিহাবুল ইসলাম ও এসআই উত্তম কুমার ওসির সঙ্গে কথা বলবে বলে তাকে ধরে নিয়ে যান। আমার ছেলের কাছে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি, তাঁর নামে কোনো মামলাও নেই। পরদিন শুনছি, এক মাস আগের ২৭ পিস ইয়াবার মামলায় তাকে চালান দেওয়া হয়েছে। আবার ডাবলু মামলার ভয় দেখিয়ে আমার কাছে টাকা দাবি করেন। মামলা থেকে বাঁচতে আমি কানের দুল বন্ধক রেখে ডাবলুকে ১৫ হাজার টাকা দিই। পরে আবার আরও ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে, তা না হলে বাড়ির সবার নামে মামলা দেওয়া হবে বলে জানান।”

জয়রামপুর মাদক নির্মূল কমিটির সদস্য ফারুক হোসাইন বাবু বলেন, “রহিমকে ধরার ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না।”

একই কমিটির সদস্য গোলাম সরোয়ার ছোটন বলেন, “এই আসামিকে ধরার ব্যাপারে আমরা কেউ জড়িত নই। আমাদের সদস্যদের মধ্যে কেউ যদি জড়িত থাকে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

হাউলী ইউনিয়নের সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা বলেন, “বাংলাদেশ সরকার মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। যারা মাদক ব্যবসা করে, মাদকসহ তাদের আইনের আওতায় আনলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা শুনতে পাচ্ছি, বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদকের মামলায় চালান দেওয়া হচ্ছে। এটা খুবই দুঃখজনক। যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।”

এদিকে যুবদল নেতা ডাবলু বলেন, “আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা একেবারেই মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি এর সঙ্গে কোনোভাবেই

জড়িত নই। তা যদি প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, আমি মাথা পেতে নেব।”

দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই সাইফুল ইসলাম (মামলার তদন্ত কর্মকর্তা) বলেন, “রহিমকে ২৭ পিস ইয়াবার মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসার পরিচয় মুছে নতুন জীবনের পথে আলোচিত মিনি

“আর মাদক ব্যবসা করব না, সৎ পথে ফিরতে পুলিশের সহযোগিতা চাই” এমন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মিনি খাতুন ও তার পরিবারের সদস্যরা।

একসময় মাদক ব্যবসার অভিযোগে আলোচিত আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্টেশনপাড়ার মিনি খাতুন ও তার পরিবার এখন সেই পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে চান। তাদের দাবি, তারা আর মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। অতীতের পথ ছেড়ে সৎভাবে উপার্জন করে

স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চান তারা। নতুন জীবনের পথে পুলিশের সহযোগিতাও চেয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ আগস্ট স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতিতে মাদক ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন মিনি খাতুন ও তার পরিবারের সদস্যরা। এ সময় তারা মুচলেকাও দেন। এরপর প্রায় এক মাস ধরে মাদক থেকে দূরে থাকার দাবি করছেন তারা।

স্থানীয় কয়েকজনের ভাষ্য, মাদক ব্যবসা ছেড়ে বর্তমানে মিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন। এ সময়ে তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মাদক সংশ্লিষ্টতার কোনো ঘটনা সামনে আসেনি বলেও দাবি স্থানীয়দের।

তবে অতীতের অভিযোগের কারণে পরিবারটির বর্তমান অবস্থান নিয়েও এলাকায় কৌতূহল রয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, মাদক থেকে সরে আসার ঘোষণা ইতিবাচক হলেও তা দীর্ঘমেয়াদে বজায় থাকে কি না, সেটি পর্যবেক্ষণের বিষয়। কারণ, অতীতে মাদক ব্যবসার অভিযোগে আলোচনায় থাকা কোনো পরিবারের ক্ষেত্রে শুধু অঙ্গীকার নয়, বাস্তব পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মিনি খাতুন বলেন, “আমরা মাদক ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি। আর কখনো মাদক ব্যবসা করব না। সৎভাবে কাজ করে জীবিকা চালাতে চাই। অতীতের ভুল থেকে বেরিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চাই। এ জন্য পুলিশের সহযোগিতা চাই। আমাদের যেন অযথা হয়রানি করা না হয়।”

পরিবারটির দাবি, পুরোনো পথ আর তাদের কাম্য নয়। মাদক ব্যবসার অভিযোগের পরিচয় পেছনে ফেলে তারা সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে চান। সৎভাবে উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের জীবন চালানোর প্রত্যাশার কথাও জানিয়েছেন তারা।

এদিকে স্থানীয়দের একাংশ বলছেন, পরিবারটি সত্যিই মাদক ব্যবসা থেকে পুরোপুরি সরে এসেছে কি না, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি প্রয়োজন। একই সঙ্গে অতীতে তাদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ কিংবা মামলার বর্তমান অবস্থাও পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মিনি ও তার পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, স্পষ্টতই তারা আর পুরোনো পথে ফিরতে চান না। মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সৎ পথে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করতে চান তারা। সেই নতুন পথচলায় পুলিশের সহযোগিতা ও সমাজে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ চান পরিবারের সদস্যরা।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল

সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ এবং ৪,০০০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১৯২০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সবজি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে ২২০ গ্রাম অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ জিয়ারুল ইসলাম (৪২) নামে এক সবজি ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগানপাড়া ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নয়মুদ্দীনের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বড় বাজারে মো. মজিবুরের মুদি দোকানের সামনে জিয়ারুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন ও

ভাড়াকৃত কাঁচামালের দোকানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দোকানের টেবিলের নিচে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ২২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক রাশেল আহমেদ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদায় মাদক ও চুরি মামলার ৩ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও অপরাধী গ্রেপ্তারে চলমান বিশেষ অভিযানে মাদক মামলার দুইজন ও চুরি মামলার একজনসহ মোট তিনজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই মশিউর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রথম অভিযানে দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নম্বর-০৪, তারিখ ৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রি., ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারার মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি মো. রমজান আলী (৩৫), এবং মো. সাদ্দাম হোসেনকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়।

অপর অভিযানে একই দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নম্বর-১৫, তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৬ খ্রি., পেনাল কোডের ৩৭৯ ধারার মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি মো. আবিদ হাসানকে (২০)

গ্রেপ্তার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের যথাযথ পুলিশ প্রহরায় বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, জেলাকে মাদকমুক্ত রাখতে এবং চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, দস্যুতা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চোরাকারবারি নির্মূলে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক

মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে গাঁজাসহ নারী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ মমতাজ (২৩) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার মমতাজ জয়রামপুর মালিতা পাড়ার মোজাম্মেল হকের মেয়ে এবং আব্দুর রহিমের স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই ফাহিম হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানার আওতাধীন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জয়রামপুর হাজীপাড়া গ্রামের চারা বটতলা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় স্থানীয় জনগণের হাতে মাদকসহ আটক মমতাজকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে নারী পুলিশের

সহায়তায় উপস্থিত সবার সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করা হয়। এ সময় তাঁর হাতে থাকা একটি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা গাঁজা জব্দ করে মমতাজের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় আরও ২ থেকে ৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “গাঁজাসহ এক নারীকে আটক করে মঙ্গলবারই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে।

মেহেরপুর র্যাবের অভিযানে বিপুল ভারতীয় সিরাপ ও নগদ টাকা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় সিরাপ, নগদ টাকা ও মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেলসহ ইমন আহম্মেদ (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ইমন আহম্মেদ উপজেলার নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুনপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় ইমন আহম্মেদকে আটক করা হয়।

পরে তাঁর কাছ থেকে ৫৪২ বোতল স্ক্যার্ফ সিরাপ ও ১১০ বোতল উইনক্যারেক্স সিরাপ, মোট ৬৫২ বোতল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া তাঁর হেফাজত থেকে নগদ ১৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

উদ্ধার করা সিরাপগুলো ভারতীয়। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে এসব সিরাপ বাংলাদেশে এনে মাদক হিসেবে সরবরাহ বা বিক্রির উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নগদ টাকার উৎস নিয়েও তদন্ত চলছে।

র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও পরিবহন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবারের অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উদ্ধার হওয়া সিরাপ, নগদ টাকা ও মোটরসাইকেল আইনগত প্রক্রিয়ায় জব্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আটক ইমন আহম্মেদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১৪(গ)/৩৮/৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

র্যাব জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুইজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার ও সোমবার গভীর রাতে উপজেলার পারকুলা আবাসন ও গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নতুন সুতাইল মাঝেরপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রনক ইসলাম (৩৫) এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে খায়রুল ইসলাম (৪৭)।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারকুলা আবাসন গ্রামের আবাসন বটতলা মোড়ে অভিযান চালায়। এ সময় রনক ইসলামকে ৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে, সোমবার রাতে এসআই (নিঃ) মো. মনিরুল হক হাওলাদারের নেতৃত্বে পুলিশের আরেকটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর এলাকায় অভিযান চালায়। খায়রুল ইসলামের বসতবাড়ির উঠান থেকে তাকে ৩০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

এদিকে, দুই অভিযানে উদ্ধার করা ৩৪টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ তালিকার মাধ্যমে জব্দ করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য সামারি ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাদক নির্মূলে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ যুবক আটক, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ আটক তরিকুল ইসলাম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে দুপুরে কসবা গ্রামে এ অভিযান

পরিচালনা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত তরিকুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়িতে মাদক রেখে কেনাবেচা করা হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তরিকুল ইসলামকে আটক করে। শরীর তল্লাশী করা হলে তার কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তরিকুল ইসলামকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।